56

ভোরের কাগজ

তারিখ ... MAR. 8 ... 1999 ... ...
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম ১২ ...

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন

দিনাজপুরকে ২০০০ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ

কামরুল হুদা হেলাল, দিনাজপুর থেকে : আগামী ২০০০ সালের মধ্যে দিনাজপুর জেলা সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন 'আলোর দিশারী দিনাজপুর' কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

জাতিকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার লোকজনকে সম্পূর্ণরূপে স্বাক্ষরজ্ঞান দান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে রাজশাহী বিভাগের লালমনিরহাট, নওগাঁ ও নীলফামারী জেলাকে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দিনাজপুর জেলাকে আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে সাক্ষরতা আন্দোলন 'আলোর দিশারী' কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে মূল প্রশিক্ষকদের ১০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স স্থানীয় তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুরু হয়েছে। এরপর ব্লক সুপারভাইজার ও কেন্দ্রের শিক্ষকদের ৬ দিন করে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। মূল কার্যক্রম শুরুর আগে থানা ও জেলা পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হবে। সাক্ষরতা আন্দোলন সফল করার জন্য সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন পেশা ও মতের ব্যক্তি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হবে। জেলা প্রশাসক, সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (গণশিক্ষা) জেলা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

সব ধরনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর আগামী ৭ মার্চ থেকে ৯ মাসব্যাপী প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হবে। এই পর্যায়ে দিনাজপুর সদর থানা, বিরল থানা, বোচাগঞ্জ থানা ও চিরিরবন্দর থানার ৩৮টি ইউনিয়ন এবং দিনাজপুর পৌরসভা ও বোচাগঞ্জ পৌরসভার সাতটি ওয়ার্ডের ১ লাখ ৪৪ হাজার ৪৬৩ জনকে সাক্ষরতা দান করা হবে।

এর মধ্যে ৬৪ হাজার ৭০২ জন পুরুষ ও ৭৯ হাজার ৭৬১ জন মহিলা। কেবলমাত্র ১১ থেকে ৪৫ বছরের পুরুষ ও মহিলাদের সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের আওতায় আনা হয়েছে।

শিক্ষাদানের জন্য ৪ হাজার ৮১৮টি কেন্দ্রে সমসংখ্যক শিক্ষক থাকবেন। এর মধ্যে পুরুষদের জন্য ২ হাজার ১৫৭ ও মহিলাদের জন্য ২ হাজার ৬৬১জন শিক্ষক থাকবেন। শিক্ষাদান কেন্দ্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য ৩২১টি ব্লকে একজন করে ব্লক সুপারভাইজার কাজ করবেন। ৯ মাসের মধ্যে সাক্ষরতা দান সম্পন্ন হওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র ও শিক্ষক সংখ্যা হ্রাস করে ৯৬৪টি কেন্দ্রে সমসংখ্যক শিক্ষক ও ৯৬ জন সুপারভাইজারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে পার্বতীপুর থানা, ফুলবাড়ী থানা, বিরামপুর থানা, হাকিমপুর থানা ও ঘোড়াঘাট থানার ৩২টি ইউনিয়ন এবং পার্বতীপুর পৌরসভা, ফুলবাড়ী পৌরসভা ও বিরামপুর পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ১ লাখ ৩৪ হাজার ৭৮জন নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান দেয়া হবে। এর মধ্যে ৬১ হাজার ৬০৫ জন পুরুষ ও ৭২ হাজার ৪৭৩ জন মহিলা রয়েছেন। পুরুষদের জন্য ২ হাজার ৫০টি ও মহিলাদের জন্য ২ হাজার ৪১৭টি শিক্ষাকেন্দ্রে সমসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষাদান করবেন। ২৯৮টি ব্লকে সমসংখ্যক ব্লক সুপারভাইজার কাজ করবেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর উভয় পর্যায়কে একত্রিত করে চূড়ান্ত পর্যায়ের শিক্ষাদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আগামী ২০০০ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২২ মাসে দিনাজপুর জেলার ৯টি থানা ও ৫টি পৌরসভার ২ লাখ ৭৮ হাজার ৫৪১ জন পুরুষ ও মহিলাকে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন 'আলোর দিশারী দিনাজপুর'-এর মাধ্যমে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হবে।

এই আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে সরকার সাড়ে ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। শিক্ষকদের ৫০০ ও ব্লক সুপারভাইজারদের ১ হাজার ২০০ টাকা হারে মাসিক সম্মানী ভাতা দেওয়া হবে। শিক্ষাদানের জন্য বিনামূল্যে বই, শ্লেট, চক দেওয়া হবে। ১১ থেকে ৪৫ বছরের মহিলাগণ সন্ধ্যার আগে এবং পুরুষগণ সন্ধ্যার পর শিক্ষাগ্রহণ করবেন। শিক্ষাদানের জন্য ব্ল্যাক বোর্ড, ডাস্টার, মাদুর ও হ্যারিকেন দেয়া হবে। ২৫ থেকে ৩৫ জন শিক্ষার্থী সমন্বয়ে প্রতিটি কেন্দ্র গঠন করা হবে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্র থাকবে। গ্রামের যে কোনো সুবিধাজনক স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

জেলার বাকি চারটি থানা বীরগঞ্জ, কাহারোল, নবাবগঞ্জ ও খানসামার ৩২টি ইউনিয়নে ১১টি এনজিও ৯৭ সাল থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কর্মসূচি পালন করে আসছে। চলতি সালের ডিসেম্বরে এনজিওদের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।

উক্ত চারটি থানাকে এ জন্য সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন 'আলোর দিশারী'র আওতায় আনা হয়নি।

দিনাজপুর জেলাকে সার্বিক নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে 'আলোর দিশারী' আন্দোলনকে সফল করার জন্য জেলা প্রশাসক আজিজুর রহমান সর্বস্তরের মানুষের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেছেন।